ব্যঙ্গ বঙ্গ বঙ্গ

কার্টুন : মোরশেদ মিঠু

ওরে, কত (বেফাঁস) কথা বলে রে...

● ইকবাল খন্দকার

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে, কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।' কবি এখানে যথেষ্ট মোলায়েমভাবে কথায় বড় না হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তবে এখন আর মোলায়েমভাবে বলার টাইম নেই। এখন কঠিনভাবে বলতে হবে– খবরদার! কথায় বড় হওয়ার কোনো প্রকার চেষ্টা করবে না। কেন কঠিনভাবে বলতে হবে? কারণ যে কথায় বড় হওয়ার চেষ্টা করবে, সে বেশি কথা বলবে– এটাই স্বাভাবিক। আর বেশি কথা বললে দু'চারটা বেফাঁস কথা বেরিয়ে আসা আরো স্বাভাবিক। বেফাঁস কথা বলার পরিণতি কী, তা তো সবারই জানা, সবারই দেখা।

আমার এক বন্ধু হঠাৎ করেই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেল। সবাই দেখল সে টাকা রাখার জায়গা পাচ্ছে না। ব্যস, শুরু হয়ে গেল তাকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বানানো। তাকে প্রধান অতিথি বানালে সে মোটা অঙ্কের অনুদানের ঘোষণা দিয়ে আসে। লাভ না? কিছুদিন আগে তাকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বানানো হলো। অনুষ্ঠানে সে বক্তৃতা দেয়ার জন্য দাঁড়াল। অতঃপর এমনকিছু বেফাঁস কথা বলল, মুহূর্তেই ক্ষেপে গেল উপস্থিত সবাই। ঘটনার তিনদিন পর এই বন্ধু আমাকে ফোন করে বলল– দোস্ত রে, সামান্য কিছু কথার জন্য হয়তো আমাকে পদত্যাগ করতে হবে। আমি অবাক হয়ে বললাম– পদত্যাগ করতে হবে মানে? তুই কোনো পদে আছিস নাকি? বন্ধু বলল– তুই যা মনে করছিস, তা না রে দোস্ত। আসলে অনুষ্ঠানে আমি কিছু বেফাঁস কথা বলার পর পাবলিক আমার পায়ে যে পরিমাণ গজারির লাঠির বাড়ি দিয়েছে, মনে হয় পা দুটো বরবাদই হয়ে যাবে। তখন পদত্যাগ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকবে বল। ও হ্যাঁ, 'পদ' বলতে আমি কিন্তু পায়ের কথা বুঝিয়েছি।

আমার এক চাচা সেদিন বললেন– বেফাঁস কথা বলা অনেকেরই হবি। তাই চাইলেও বেফাঁস কথা বন্ধ করা যাবে না। তবে আমি মনে করি, যারা বেফাঁস কথা বলবে, তাদের কিছু নিয়ম-কানুন মেনে চলা আবশ্যক। বিশেষ করে যখন বেফাঁস কথাটা বলবে, তার আগে অবশ্যই প্যান্ট পরে নেবে। ভুলেও লুঙ্গি পরা অবস্থায় বেফাঁস কথা বলা উচিত নয়। আমরা অতি আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম– বেফাঁস কথা বলার জন্য আবার নির্দিষ্ট ইউনিফর্ম আছে নাকি? চাচা বললেন– অবশ্যই আছে। কারণ যেখানে-সেখানে বেফাঁস কথা বললে পাবলিক দৌড়ানি দিতেই পারে। তখন পরনে লুঙ্গি থাকলে খুলে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে না? তাই প্যান্ট পরা থাকলে ভালো। থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট পরা থাকলে আরো ভালো।

অভাগা স্বামীদের অভিযোগ– তাদের স্ত্রীরা বেফাঁস কথা বলে। এতটাই বেফাঁস যে, কথাগুলো স্বামীদের ব্যক্তিত্বে একদম ঠাস করে আঘাত হানে। তেমনি এক স্বামীর সঙ্গে আমার পরিচয়। তাকে জিজ্ঞেস করলাম– আপনার স্ত্রী আপনাকে কী ধরনের বেফাঁস কথা বলে, একটু বলেন তো শুনি। স্বামী আমতা আমতা করে বলল– না, তেমন কিছু বলে না। শুধু একটা জিনিসের নাম উচ্চারণ করে। আমি জানতে চাইলাম– কোন জিনিসটা বলেন তো! স্বামী বলল– ঢেঁকি। আমি অবাক হয়ে বললাম– ঢেঁকি তো ভালো জিনিস। ঐতিহ্যবাহী জিনিস। এখানে খারাপ কিছু তো দেখছি না। তাহলে লোকে কেন বলাবলি করে, আপনার বউ আপনাকে বেফাঁস কথাবার্তা বলে? স্বামী বলল– আসলে হয়েছে কী, আমার বউ আমার উদ্দেশে 'ঢেঁকি' উচ্চারণ করার আগে আরো দুটো শব্দ উচ্চারণ করে তো! শব্দদুটো হচ্ছে– 'আমড়া কাঠের'। ■

লক্ষ্য করুন

এই জিনিসটার নাম পানি। অথচ লক্ষ্য করুন, এই জিনিসটার মধ্যে লুকিয়ে আছে মানুষের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ দুটি অঙ্গ। পা এবং নি। উল্লেখ্য, ইংরেজিতে নি মানে কিন্তু হাঁটু।

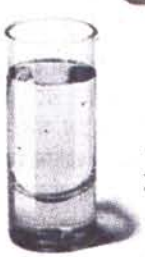

পরপুরুষ মানে পরের পুরুষ বা অন্য পুরুষ। অথচ খেয়াল করুন, পরচুলা মানে কিন্তু পরের চুলা নয়। এমনকি এখানে চুলাও নেই। তাজ্জব ব্যাপার না?

নামের বিপদ

● ধরা যাক আপনার নাম রাখী। এই নাম নিয়ে আপনাকে কী পরিমাণ বিপদে পড়তে হবে, আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না। আপনি হয়তো কাউকে ফোন করেছেন। ওপাশ থেকে জিজ্ঞেস করতেই পারে– আপনি কে? আপনি তখন বলবেন– আমি রাখী। সঙ্গে সঙ্গে দেখবেন লাইন কেটে গেছে। কারণ আপনার মুখে 'আমি রাখী' শুনে ওপাশের মানুষটা ধরেই নেবে আপনি ফোন রেখে দিচ্ছেন। অতএব সে লাইন কেটে দিতেই পারে।

● আপনি কোনো রেস্টুরেন্টে ঢুকলেন নাশতা করার জন্য। ধরা যাক এই রেস্টুরেন্টে কাবাব, নানরুটি ইত্যাদি পাওয়া যায়। এর মধ্যে আপনার নামটা যদি কোনো কারণে উচ্চারিত হতে পারে এবং সেটা যদি ওয়েটারের কানে যেতে পারে, তাহলে দেখা যাবে ওয়েটার আপনার জন্য অর্ধেকটা নান নিয়ে চলে এসেছে। তবে এক্ষেত্রে আপনার নাম হতে হবে– আদনান। 'আদনান'কেই সে বুঝতে পারে– 'আধ নান'। মানে অর্ধেক নান।